তারিখ ..13 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ...20 কলাম 7...

কালের কণ্ঠ

শত বাধা পেরিয়ে

—ফাইল ফটো

বাঁ থেকে : আবিদা সুলতানা, সাকিব আল হাসান ও মৌলী আক্তার

খুপরিঘরের তিন আলোকশিখা

মোশাররফ হোসেন, সাতক্ষীরা ও
আবদুল খালেক ফারুক, কুড়িগ্রাম ▷

আবিদা সুলতানা এবার এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অংশ নিয়ে জিপিএ ৫ পেয়েছে। ওর এই কৃতিত্ব বাহবা কুড়াচ্ছে। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে সবাই। সে নিজেও খুশি। অথচ এটুকু অর্জন করতে গিয়ে আবিদাকে অনেক ত্যাগও স্বীকার করতে হয়েছে। অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর মেধার জোরে সাতক্ষীরার এই মেয়ে জয় করেছে চরম দারিদ্র্যকে। প্রায় একই ধরনের বাধা পেরিয়ে সাফল্য পেয়েছে কুড়িগ্রামের রাজারহাটের মৌলী আক্তার ও সাকিব আল হাসান। ওরা যেন অভাবের সংসারে আলো হয়ে জ্বলছে। একটু সহায়তা পেলে সেই আলো ছড়িয়ে পড়তে পারে চারদিকে।

আবিদা : সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার চান্দুড়িয়া গ্রামের ভূমিহীন ভ্যানচালক আব্দুল্লাহ আল মামুনের মেয়ে আবিদা। দুই ভাইবোনের মধ্যে সে বড়। পরিবারটি মাথা গুঁজে আছে অন্যের জায়গায় খুপরিঘর তুলে।

মা পারুল আক্তারের সঙ্গে কথোপকথনে পরিবারটির চরম দারিদ্র্যের বর্ণনাই উঠে আসে। তিনি জানালেন, ভ্যানচালক স্বামীর সামান্য আয়ে সংসার চলে না। এ জন্য তিনি নিজেও অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করেন। দুজনের সেইটুকু আয়ে চারজনের খাবারের সংস্থান হলেও বাড়তি কিছু চিন্তা করার সুযোগ নেই। এ জন্য ছেলেটাকে স্কুলে দিতে পারেননি। সে বাবার রিকশা ভ্যান ঠেলার কাজ করে। কিন্তু মেয়েটা মেধাবী। লেখাপড়ার প্রতি ওর ঝোঁকও প্রবল। তার পরও নিজের পড়ার খরচ জোগাতে মায়ের সঙ্গে অন্যের বাড়িতে থালা-বাসন পরিষ্কারের কাজ করে। তিনি বলেন, '২০১৩ সালে আমার মেয়ে জেএসসি পরীক্ষাতেও ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে মানুষ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্কুলের হেডমাস্টারের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া করানোরই সিদ্ধান্ত নিই।'

উপজেলার কেসিজি (কাদপুর, চান্দুড়িয়া, গোয়ালপাড়া) ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান ইয়ার মোহাম্মদ জানান, আবিদা খুবই মেধাবী ছাত্রী। অদম্য মেধার কারণে তাকে কোনো দিন প্রাইভেট পড়তে হয়নি।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

খুপরিঘরের তিন আলোকশিখা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আবিদার এমন ভালো ফল অর্জন এলাকার দরিদ্র অভিভাবক ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

আবিদা এমন ভালো ফল অর্জনের জন্য প্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী ও মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করার ইচ্ছা এই মেধাবীর।

বখাটে-জয়ী মৌলী : দারিদ্র্য জয় করে সেরাদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ভূমিহীন ভ্যানচালকের মেয়ে মৌলী আক্তার। কঠোর শ্রম আর নিষ্ঠার কারণে কোনো বাধাই ওর সাফল্যের রথ থামাতে পারেনি।

মৌলী কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার সিংহীমারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে। তার বাবা মফিজুল ইসলাম পেশায় একজন ভ্যানচালক। নিজের জমি নেই। প্রতিবেশীর জমিতে মাথা গুঁজে আছে পরিবারটি। দৈনিক গড়ে ২০০ টাকা আয়ে চার সদস্যের সংসার চলে না। এ অবস্থায় মা আইভি বেগম অন্যের বাড়িতে কাজ করে স্বামীকে সহায়তা করছেন।

মৌলী জানায়, ছোটবেলা থেকেই তার লেখাপড়ার প্রতি প্রবল ঝোঁক। পঞ্চম শ্রেণিতে সে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিও পেয়েছিল। কিন্তু আজ এই ফল অর্জন পর্যন্ত আসতে চরম দারিদ্র্যের পাশাপাশি সামাজিক ব্যাধিও মোকাবিলা করতে হয়েছে ওকে। টেস্ট পরীক্ষার সময় এক বখাটে ওর স্বপ্নভঙ্গের কারণ হতে যাচ্ছিল। এ নিয়ে থানায় মামলাও হয়। তবে ভেঙে পড়েনি সে। অবশেষে অভিভাবক, গ্রামবাসী ও শিক্ষকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী এসএসসিতে সে ভালো ফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে সে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক হতে চায়। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়া নিয়ে সে শঙ্কিত।

মফিজুল ইসলাম বলেন, 'লেখাপড়ায় জোগান দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। মেয়েটা নিজের চেষ্টায় অনেক কষ্টে এমন ভালো ফল করেছে।'

প্রধান শিক্ষক আবু সুফিয়ান বলেন, 'ছোটবেলা থেকে মৌলী ক্লাসে মেধার পরিচয় দিয়ে আসছে। আমরা সাধ্যমতো সহায়তা করেছি। প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে ভবিষ্যতে সে অনেক ভালো করবে।'

'টিউটর' সাকিব : বাবা আবদুল কুদ্দুস সামান্য মাইনের দোকান কর্মচারী। দারিদ্র্যের নির্মম চেহারায় আজন্ম পরিচিত। বাবা দিনমান কষ্ট করেও চারজনের সংসারে দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খান। এ অবস্থায় লেখাপড়ার চিন্তা করাটাও যেন বিলাসিতা। তবে এই দারিদ্র্য জয় করতে হবে, মানুষের মতো মানুষ হতে হবে—এমন ভাবনা মেধাবী সাকিবের বরাবরের। তাইতো হতাশ না হয়ে দারিদ্র্যজয়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প করে সে। টিউশনি করে নিজের লেখাপড়ার খরচ জোগাত অষ্টম শ্রেণি থেকে। আর এভাবেই মেলতে থাকে ওর স্বপ্নের ডানা।

সাকিব আল হাসান এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কাঁঠালবাড়ী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। সদ্য প্রকাশিত পরীক্ষার ফলে সে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছে।

সাকিবের অভিব্যক্তি, 'অনেক কষ্ট করে এতটা পথ এসেছি। বাবার সংগতি নেই আমাকে উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে দেওয়ার। তাই আমার স্বপ্নপূরণের জন্য এখন প্রয়োজন সহযোগিতা। সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেলে ভবিষ্যতে দক্ষ চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করব।'

সাকিবের এমন ভালো ফল অর্জনে গর্বিত মা-বাবা, শিক্ষক ও এলাকাবাসী। মা কোহিনুর বলেন, 'ছেলেটা আমার অনেক কষ্ট করেছে। আর সেই কষ্টের ফলই সে পেয়েছে।'